Marking Scheme
Class - XII (2025 - 26)
Subject – Bengali(105)

সময়- ৩ঘন্টা **সর্বমোট অঙ্ক - ৮০**

Time: 3 Hrs. **Maximum Marks: 80**

		PART- A: Objective Type Questions(MCQ)	
Section	**Question No.**	**Expected Answers / Value Points**	**Distribution of Marks**
A (Unseen Comprehension)	**1.**	**বোধ পরীক্ষণ** থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন(MCQ) প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য 1 নম্বর	**2X(1x5)=10**
	A. I.	C. একটা দায়িত্বের দিক	
	CBQ II.	A. মন্তব্য, কারণ– দুটিই ঠিক	
	III.	B. রবীন্দ্র ভাবনা ও সাহিত্যের ছায়ায় ঘরবাড়ি, চিত্রকলা, গৃহসজ্জার সঙ্গে নিসর্গের বিন্যাস ইউনেস্কোর শর্ত পূরণ করছে	
	IV.	A. সোনাঝুরি	
	CBQ V.	D. বর্জন	
	B. I.	A. বাংলা ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের লড়াই এক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এই দিনটিতে	
	II.	B. জীবনধারা, ভাষা ও সংস্কৃতি	
	III.	D. আবুল কাসেমের নেতৃত্বে	

	CBQ IV.	B. কারণ (ক)ভুল, (খ) ঠিক	
	CBQV.	C. অতি+অন্ত	
	2.	**বাগধারা/ প্রবাদ** থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন(MCQ)	1x5=5
B(Grammar)	I.	C. অকালকুষ্মাণ্ড	
	II.	B. অন্ধভাবে অগ্রগামীর অনুগমন	
	III.	A. ছাই চাপা আগুন	
	CBQ IV.	A.হরিদা কোনদিনই ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছাতে পারেন না কারণ তাঁর আঠারো মাসে বছর	
	V.	D. অন্ধের যষ্টি	
	VI.	C. মিছরির ছুরি	
	VII.	B. সাফল্যের মুখে সর্বনাশ ঘটানো	
	VIII.	D. দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ	
C(Main Course Book)	3.	**নাটক** থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন (MCQ)	1x5=5
	I.	D. পিয়ারাবানুর প্রতি সুজার	
	CBQ II.	A. কারণ (ক)ঠিক, (খ) ভুল	
	III.	B. দুই	
	IV.	C. অভিনেতাদের নিচু স্বরে পার্ট বলার ভূমিকায়	

	V.	B. থিয়েটারী ভাষায়	
	VI.	C. নাটকের সাধারণ দর্শক	
	4.	**সহায়ক পাঠ** থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন	1x5=5
	I.	B. কামারশালায়	
	CBQ II.	D. কারণ (ক)ঠিক, (খ) ভুল	
	III.	B. জমিদার	
	CBQ IV.	B.কারণ(ক)ভুল কিন্তু (খ) সঠিক	
	V.	C. তিস্তা	
	VI.	C. সুয়োরানির ছেলে	
		PART-B(Descriptive Questions)	
	5.	**ধ্বনিবিজ্ঞানের** সূত্রগুলির **যে কোনো <u>একটির</u> <u>একটি</u>** উদাহরণ সহ সংজ্ঞা: স্বরভক্তি **অথবা** স্বরসঙ্গতি **অথবা** অভিশ্রুতি ●শুধু সংজ্ঞাটিকে ঠিকভাবে লিখলে 2 নম্বর ●উৎস শব্দটিকে পাশে রেখে উদাহরণ দিলে অর্থাৎ উচ্চারণ পরিবর্তনের স্তর নির্দেশের চেষ্টা করলে **1** নম্বর। যেমন : স্বরভক্তি- শক্তি > শকতি **অথবা** স্বরসঙ্গতি-বিলাতি>বিলিতি **অথবা** অভিশ্রুতি-দেখিয়া>দেইখ্যা>দেখে (**1**) ●সঠিক বর্ণ বিশ্লেষণ সহ সংশ্লিষ্ট রীতি প্রভাবিত	2+2=4

		শব্দটির উল্লেখ করলে **1** (0.5+0.5) নম্বর । যেমন: স্বরভক্তি- শক্তি > শকতি- শ্+অ+**ক্+ত্**+ই> শ্+অ+ক্+**অ**+ত্+ই (**ক্,ত্**-এর মাঝে **'অ'**-এর আগম**)** **অথবা** স্বরসঙ্গতি-বিলাতি>বিলিতি-ব্+ই+ল্+আ+ত্+ই> ব্+ই+ল্+ই+ত্+ই(ই-এর প্রভাবে আ>ই) **অথবা** অভিশ্রুতি- 'দেখে' 'দেইখ্যা'>'দেখে'-> দ্+এ+**ই**+থ্**+**য্+**আ** > দ্+এ+থ্**+এ (আ +ই >এ) (0.5+0.5=1)**	

	6.	**শব্দার্থতত্ত্বের** প্রকারভেদগুলির যে কোনো **<u>একটির</u>** **<u>তিনটি</u>** উদাহরণসহ সংজ্ঞা: শব্দার্থের অপকর্ষ **অথবা** শব্দার্থের সম্প্রসারণ ●শুধু সংজ্ঞাটিকে ঠিকভাবে লিখলে 2 নম্বর ● শব্দের মূল অর্থ ও পরিবর্তিত অর্থ উল্লেখ করে **একটি** উদাহরণের জন্য **1** নম্বর যেমন : সংজ্ঞা:শব্দার্থের অপকর্ষ- 'প্রজাপতি'- মূল অর্থ ব্রহ্মা পরিবর্তিত অর্থ – পতঙ্গবিশেষ – এখানে শব্দার্থের অপকর্ষ হয়েছে **অথবা** শব্দার্থের সম্প্রসারণ -'রমণী' - মূল অর্থ –রমণীয় নারী, পরিবর্তিত অর্থ- যে কোনো নারী - এখানে শব্দার্থের সম্প্রসারণ হয়েছে বাকি **দুটি** উদাহরণের ক্ষেত্রে **অর্থ লেখার প্রয়োজন নেই**, প্রতিটি উদাহরণের জন্য 0.5+0.5 নম্বর । যেমন -শব্দার্থের অপকর্ষ-'মহাজন', 'ঝি' **অথবা** শব্দার্থের সম্প্রসারণ -' কালি', 'তিল' (0.5+0.5=1)		**2+2=4**

C(Supplementary Reader/ Non–detailed Text)	7.	**গদ্য** থেকে উদ্ধৃতি ভিত্তিক প্রশ্ন: "আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে ?"- 2+3=5 ।"– উত্তর সংকেত: a.● বুড়ির মৃতদেহের অধিকার নিয়ে গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান –দুই পক্ষের উন্মত্ত জনতা চ্যাংদোলা থেকে বুড়িকে উঠতে দেখে হতচকিত হয়ে যায় ● দুদিকের ভিড় থেকে বুড়ির উদ্দেশে প্রশ্ন রাখা হয় সে হিন্দু না মুসলমান – তখনই এই উক্তি। **CBQ** b.● ধর্মীয় মানুষের প্রশ্নের উত্তরে বুড়ি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল ধর্মীয় ঘেরাটোপের ঊর্ধ্বে মানবধর্মের প্রতিভূ সে। ভারতীয় সংহতির আদর্শ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। ●চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক গল্পের জনতাকে এবং পাঠকদেরকে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন যে এ দেশ হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও নয়; এ দেশ সকল ভারতবাসীর ● চরিত্রটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রাচীনতা, দারিদ্র এবং অসহায়তার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা দিতে চেয়েছেন লেখক । **OR** "আসল বাদাটার আর খোঁজ করা হয় না উচ্ছবের ।"– উত্তর সংকেত: a. ● গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র উচ্ছব অর্থাৎ উৎসব নাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকার বাদা অঞ্চলের বাসিন্দা ●মাতলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির রাতে নদীর প্রবল ঢেউয়ে স্ত্রী পরিবারকে হারিয়ে দুর্ভাগ্য পীড়িত হয়ে কলকাতায় বড়ো বাড়িতে ভাতের আশায় কাঠ কাটার কাজে নিযুক্ত হয়।		2+3=5

		CBQ b. ●ক্ষুধার্ত উৎসব কলকাতার বড় বাড়িতে পৌঁছে নানা সুগন্ধি চালের সমারোহে বিস্মিত হয়েছিল।বাহারি নামের নানান ভাতের গন্ধে ক্ষুধার্ত উৎসব উতলা হয়ে পড়ে। সে ভাবতে থাকে বাবুদের বাদায় নিশ্চয়ই অনেক ধানের জমি আছে, যেটা তাকে অনুসন্ধান করতে হবে ● বুড়োকর্তার মৃত্যুর পর ভাত ফেলে দেওয়ার কথা শুনে ভাতের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষারত ক্ষুধার্ত উৎসব মোটা চালের ভাতের ডেকচি নিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে এক নিঃশ্বাসে পৌঁছে যায় স্টেশনে। ভাত খাওয়ার স্বর্গ সুখ কামনায় সে তখন বাদার কামটের মতো হিংস্র ভঙ্গিতে বসে বসে খাবল খাবল ভাত খেতে থাকে । ভাতে হাত দিয়ে তার স্পর্শে স্বর্গসুখ লাভ করে সে। ●তখনই সে আসল বাদার কথা ভাবতে থাকে কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পিতলের ডেকচি চুরির অপরাধে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাই তার স্বপ্ন থেকে যায় অপূর্ণ। বড়ো বাড়ির বিপুল ধনসম্পত্তির একমাত্র উৎস যে বাদা; যা হয়তো উৎসবের জীবনেও এনে দিতে পারত কোনও সুখের হদিশ সেই স্বপ্নের আসল বাদা অনুসন্ধান করে দেখার আর কোনও সুযোগই পেল না ভাগ্যবিড়ম্বিত উচ্ছব।		
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	**CBQ 8.**	'ফুটপাথ ধরে ঘুরে ঘুরে' মৃত্যুঞ্জয় কী প্রত্যক্ষ করে? ? উত্তর সংকেত: ● মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নিচে, খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে - তাদের লক্ষ করে ●পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে ।		**2**
	CBQ 9.	'দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে ।" উত্তর সংকেত: ● কলকাতায় বড়োবাড়ির বুড়োকর্তা মৃত্যুশয্যায় –		**3**

		তান্ত্রিক হোমযজ্ঞ করবেন – বাসিনী সেই যজ্ঞের কাঠকাটার জন্য উচ্ছবকে নিয়োগ করেছে। ●সর্বহারা- অভুক্ত উচ্ছবের পেটে তখন ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। ভাত পাবার আশায় সে প্রহর গুণছে। এমন সময় বুড়োকর্তার মৃত্যুতে সব ভাত বাইরে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ শুনতে পেয়ে বাসিনীর কাছ থেকে মোটা চালের ভাতের বড় ডেকচি নিয়ে হাঁটতে থাকে। বাসিনীর নিষেধ শোনার অবস্থায় ছিল না উৎসব ●ক্ষুধার তাড়না তাকে অস্থির করে তুলেছে, ভাতের স্পর্শ তাকে অর্ধ উন্মাদ করেছে ।মানুষ উৎসব যেন প্রেত উৎসবে পরিণত হয়েছে তখন। সে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীতে বসবাসকারী কুমিরের মতো প্রাণী কামটের মত হিংস্র অঙ্গভঙ্গি করে। জৈবিক ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য ক্ষুধা- নিবৃত্তি, তাই তার এই হিংস্রতা দেখা যায় যা খুব স্বাভাবিক। **OR** **CBQ** "তা হোক | আমায় কিছু একটা করতেই হবে|" – ● অফিসে যাওয়ার পথে ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যু দৃশ্য দেখে মানসিক ও শারীরিক কষ্টবোধ শুরু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের। গভীর পাপবোধ ও অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকে সে , যা তার আবেগপ্রবণতা আর সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয় ●উদার মানবিকতার জন্যই সে মাইনের সব টাকা রিলিফ ফান্ডে দেয়। সে ও তার স্ত্রী অর্ধাহারে থেকে এক বেলার ভাত বিলিয়ে দেয়, যা তার দরদী প্রাণের পরিচয় বহন করে সর্বহারা মানুষের জন্য তার মহত্ব সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও আন্তরিক ●এখানে আত্মসমালোচনায মুখর, পরিতাপ বিদ্ধ, দরদি, সমাজ কল্যাণকামী- মৃত্যুঞ্জয় কে দেখতে পাই আমরা। সবমিলিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের প্রতিবাদে প্রতিরোধে বা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলেও মৃত্যুঞ্জয় মধ্যবিত্তের খোলস ত্যাগ করে সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে নিজেকে বিলীন করতে পেরেছে- এটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তার |		

C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	CBQ 10.	**কবিতা** থেকে প্রসঙ্গ সহ ব্যাখ্যা: ““কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া কেন তবে আঁকাআঁকি?” উত্তর সংকেত: ●উৎস- মৃদুল দাশগুপ্তের ‘ক্রন্দনরতা জননীর পাশে’ কবিতা ●প্রসঙ্গ- সমাজের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে গিয়েই এই উক্তি ব্যাখ্যা- ●সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার প্রবাহকে নিজের মতো করে কবিতায় রূপ দেন তিনি,কিন্তু তা শুধু ঘটনা তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তার সঙ্গে যুক্ত হয় কবির নিজস্ব প্রতিক্রিয়াও, যাতে প্রায়ই মিশে যায় ক্রোধ আর ঘৃণা ●নিহত ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বা জঙ্গলে মেয়ের ছিন্নভিন্ন শরীর পাওয়া গেলে তিনি নিজের বিবেককে জাগিয়ে রাখতে চান। এই মৃত্যু, নারকীয় অত্যাচার কবির দেশমাতাকে করে তোলে ক্রন্দনরতা জননী, কবি চান জননীর পাশে দাঁড়াতে- এই পাশে দাঁড়ানো আসলে সেই দায়বদ্ধতা যা একজন কবি, শিল্পী বা গায়কের কাছে প্রত্যাশিত। ● জীবন যখন রক্তাক্ত তখন তার পাশে দাঁড়ানোই কবির ধর্ম বলে মনে করেন মৃদুল দাশগুপ্ত **OR** ●উৎস- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রূপনারানের কূলে’ কবিতা ●প্রসঙ্গ-সত্যের স্বরূপকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার প্রসঙ্গে এই উক্তি ব্যাখ্যা- ●কবির কাছে জীবন হল আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা। সত্যের পথ কঠিন, সুখ এবং আনন্দকে অতিক্রম করে দুঃখের নির্মমতায় তার বিস্তার। সত্যকে পাওয়ার সাধনা অত্যন্ত কঠিন		5x1=5

		● রক্তের অক্ষরে নিজের রূপ দেখতে পাওয়া যায়, আঘাতে- বেদনায় নিজেকে চিনতে পারা যায়। সত্যের যে কঠিন স্বরূপ তাকে কবি চিনে নিতে পারেন এবং সেই কঠিনকেই তিনি ভালোবাসেন। কারণ সত্য কখনো বঞ্চনা করেনা ●সত্যের প্রতি এই আকর্ষণ এবং তার স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি থেকেই কবির মনে হয় জীবন আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা।		
	CBQ 11.	"বহুদিন জঙ্গলে কাটে নি দিন"- কবির একথা বলার কারণ কী? উত্তর সংকেত: ● নাগরিক কবি শহরের কৃত্রিম পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছেন, তার থেকে মুক্তি চান তিনি ● শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জঙ্গল হল সেই নিভৃত পর্যটন যা মনকে ভালো রাখে অথচ সেই জঙ্গলের সঙ্গেই ঘটে গেছে কবির দীর্ঘ বিচ্ছেদ ●শহর জীবন, তাঁর ক্লান্তি এবং একঘেয়েমিতে শ্রান্ত কবি শহরের বুকে দেখেছেন 'সবুজের অনটন', তাই কবির মনে জঙ্গল-জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে। অসুস্থ ক্লান্ত নাগরিক জীবন থেকে মুক্তি পেতেই কবি জঙ্গলে যেতে চান, আর তা না হওয়ায় তীব্রতর হয়েছে অরণ্যপ্রেমী কবির আক্ষেপ। **OR** "জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়"- কবির এই মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো। উত্তর সংকেত: ●জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জীবনকে নতুন ভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের। মর্ত্যপ্রেমী কবি এই পৃথিবীতে বারবার আসতে চান। স্বপ্ন-কল্পনার মায়া আবরণকে দূরে সরিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথ যে জগতকে দেখেছেন তা আঘাত-সংঘাতে ভরা, বেদনায় কাতর। ● প্রতিদিনের জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি, সামাজিক- রাজনৈতিক সংঘাত ইত্যাদির মধ্য দিয়েই		**3**

		জীবনের যথার্থ পরিচয় মেলে, তাই এই জীবন স্বপ্নের রঙে রঙিন নয়, রক্তের অক্ষরেই তার আসল পরিচয়। সেই জীবনে দুঃখের তপস্যাই হয়তো সত্যি কিন্তু তার মধ্যে ঘটবে জীবনের বিকাশ। ●কবির ভাবনায় স্বপ্নের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে সত্য। এই সত্য হলো জীবনকে তার যথাযথ তাৎপর্যে বুঝতে শেখা। স্বপ্নবিলাসিতায় নয়, দু:খের সমুদ্রের মধ্যেই জীবন-সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায়।		
	12.	**আন্তর্জাতিক কবিতা** থেকে প্রশ্ন: "গলদের নিপাত করেছিল সিজার।"-- উত্তর সংকেত: **a.** ● এই কবিতায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সঙ্গে জুলিয়াস সিজারের দ্বারা গসিল জাতির পরাজয়ের ঘটনা উল্লেখ করেছেন ● পশ্চিম ইউরোপের এই প্রাচীন ভূখণ্ড খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে রোমান শাসনাধীন ছিল। গালিয়া কিসালপিনা ও নরবোনেনসিস যথাক্রমে ২০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং ১২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গলে প্রভাব বিস্তার করেন। এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে কায়েম করেন জুলিয়াস সিজার ৫৮ থেকে ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পরবর্তী প্রায় ৫০০ বছর গলের উপরে রোমান আধিপত্য বজায় ছিল। b. ●এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন, গল বিজয়ে সিজারের নামই ইতিহাসে যতই বিখ্যাত হয়ে থাকুক সেই যুদ্ধ জয় সিজারের একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ● 'নিদেন একটা রাধুনী তো ছিল'- কথাটির মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, যুদ্ধ জয়ে সিজার একা ছিলেন না। তাঁর সেনাবাহিনীর অবদানের কথা ছেড়ে দিলেও মানুষের বেঁচে থাকার সামান্য রসদ যোগানোর কান্ডারী রাজার বাবুর্চির কথা কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না। ●প্রথাগত ইতিহাস সাধারণ সৈনিক বা সাধারণ মানুষের এই অবদানকে স্বীকার করে না। ইতিহাসে রাজা-রাজড়ারা বা ক্ষমতাবানের শ্রেষ্ঠত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর চিরকালই উপেক্ষার অন্ধকারে থেকে যায়		**2+3=5**

		তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে থাকা নায়কেরা। সেই উপেক্ষা আর বঞ্চনার প্রতিবাদই শোনা যায় এখানে। **OR** "পাতায় পাতায় জয় জয়োৎসবের ভোজ বানাত কারা ?"- a. ●প্রথাগত ইতিহাসে রাজার রাজরাদের যুদ্ধ জয়ের কথা বলা হয়েছে ● রাজা-রাজদের বিজয় উৎসব উপলক্ষে যে জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করা হতো সেটাই হল জয়ৎসবের ভোজ। ●কবি প্রকৃতপক্ষে শাসকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। b. ●জয়োৎসবের ভোজ যারা বানাত তাদের প্রতি কবির গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে ●বিজয় কাহিনীর আসল কান্ডারীদের কোনও পরিচয় নেই ইতিহাসের পাতায়। নিপীড়িত-শ্রমজীবী মানুষের কোনও জায়গা নেই ইতিহাসে অথচ তারাই তৈরি করেছে ইতিহাসের রঙিন সব অধ্যায় ●অত্যাচারী শাসকরা বিজয়পতাকা ওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের শ্রম আর সর্বস্ব দানে। সাধারণ মানুষের জন্যই কবির হৃদয় কেঁদে উঠেছে।		
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	**13.**	**নাটক** থেকে বড় প্রশ্ন: "জীবনে ভোর নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই,- সন্ধেও ফুরিয়েছে –এখন শুধু মাঝরাত্তিরের অপেক্ষা-"-- a. ●থিয়েটার শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন চলে যায় তখন বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ফাঁকা মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেন নিজে নিজের মুখোমুখি হয়েছেন ●জীবনের ৬৮ টা বছর পার করে রজনীকান্ত উপলব্ধি করেন, যে সময় চলে যায় তাকে আর ফেরানো যায় না। তিনি বোঝেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন তিনি। - এইভাবেই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে চরম		**2+3=5**

হতাশার মুখোমুখি তিনি– আর তখনই এই মন্তব্য।

b. ●জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত গুলোকে পেছনে ফেলে আসার যন্ত্রণা অভিনেতা রজনীকান্তকে কষ্ট দেয়। ব্যক্তি জীবন এবং অভিনেতা জীবন– উভয় ক্ষেত্রেই চরম হতাশা গ্রাস করে তাঁকে

● যখন অতীতই শুধু সম্বল, জীবনের সব স্বপ্ন প্রায় মুছে যেতে চলেছে– নেশার ঝোঁকে সেই নির্মম বাস্তবকে রজনীকান্ত যেন বুঝে নিতে পারেন।

●সবাই যখন বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে চান নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে চান, নাম সংকীর্তন আর ভগবানে আশ্রয় খোঁজেন তখন রজনীকান্তের ভিতরে যে অস্থিরতা তা যেন শিল্পীসত্তার জীর্ণ হৃদয়ের যন্ত্রণা। তিনি কাজ করতে চান অথচ সেই সুযোগ আর বেশি দিন তাঁর কাছে নেই– এই আক্ষেপ আর আশঙ্কাই তাঁকে হতাশ করে তোলে।

OR

"শিল্পকে যে মানুষ ভালোবেসেছে –তার বার্ধক্য নেই কালীনাথ,"-

a. ●প্রখ্যাত অভিনেতা রজনীকান্ত জীবনের ৪৫ টা বছর অতিবাহিত করেছেন মঞ্চে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করে

●৬৮ বছর বয়সে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি দর্শকশূন্য থিয়েটার কক্ষে প্রম্পটার কালীনাথ সেনের সঙ্গে কথোপকথনের সময় উদ্ধৃত কথাগুলি বলেছিলেন।

b. ●রজনীকান্ত তাঁর অভিনয় জীবনের সুবর্ণ সময়কে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।বয়সের কারণে দিলদারের মতো গৌণ চরিত্র ছাড়া তাঁর অভিনয়ের সুযোগ মেলেনা, কিন্তু তাঁর মনে রয়েছে ঔরঙ্গজেব, সুজা, বক্তিয়ার– এইসব চরিত্রে করা তাঁর অভিনয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিকে।

●কালীনাথকে সামনে রেখে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে এইসব চরিত্রের সংলাপ বলতে থাকেন। এর মাধ্যমেই তিনি খুঁজে পান পুরনো প্রতিভার বিচ্ছুরণ আর তখনই পরাজিত হয় বয়স।

● নাট্য শিল্পকে ভালবাসতে গিয়ে যে মানুষটার একদিন সংসার করা হয়নি জীবনের শেষ পর্বে এসেও নিঃসঙ্গ

		সেই মানুষটি অভিনয়কে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চেয়েছেন। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ যুদ্ধযাত্রার আগে পিয়ারাবানুকে বলা সুজার সংলাপ উচ্চারণ করেন তিনি। বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কালীনাথ তাঁকে দেখেছেন পুরনো দিনের মতোই ; আর আবেগ বিহ্বল রজনীকান্ত বয়সকে মেনে নিয়েও শিল্পকেই চূড়ান্ত সত্য বলে ঘোষণা করেছেন।		
	14.	**সহায়ক পাঠ** থেকে বড় প্রশ্ন উত্তর সংকেত:		**3+2=5**
		a. ●উক্তিটির বক্তা হল বক্সা বন্দী শিবিরের কিশোর কয়েদি মুস্তাফা		
		● গল্পকথক যখন বছর দশেকের ছোট্ট ফুটফুটে এক কিশোরকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে কিনা তখনই সে একথা বলে।		
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)		**CBQ** b.● অতি অল্প বয়সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে অনেক বেশি পরিণত হয়ে উঠেছিল মুস্তাফা। এই উক্তিতে তারই প্রতিফলন লক্ষ্ করি। ● নিদারুণ দারিদ্র্য তাকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। আর সেই বাস্তবের কাছে হার মেনেছিল তার সমস্ত ইচ্ছে-আবেগ। অসময়ে সেই সব কিছুকে বিসর্জন দেওয়ার যে যন্ত্রনা তাকে যেন ভুলতে চায় সে। তাই এই অকপট স্বীকারোক্তি। ●কঠিন বাস্তবের মধ্য দিয়ে চলার ফলে সে জীবনকে অন্যভাবে চিনেছিল। বাস্তবের কাছে যে আবেগের কোনও দাম নেই তা সে বুঝেছিল, তাই নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছাকে জীবনে কতটা জায়গা সে দেবে, সেই হিসাবটা তার কাছে ছিল খুব পরিষ্কার। সে একাধারে বাস্তববাদী, স্পষ্ট বক্তা, স্বচ্ছ জীবন ভাবনা এবং বয়সের তুলনায় অনেকটাই পরিণত ও গভীর দার্শনিক দৃষ্টিবোধ সম্পন্ন এক চরিত্র। **OR** **a.**● 'আমরা' বলতে গারো পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় এবং সারা বাংলাদেশের সমতলভূমির		

		সব মানুষের কথা বলা হয়েছে। **CBQ** b. ● বাংলাদেশে বহু জাতির বসবাস, সকলকেই বঙ্গমাতা তার কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্ধকারময় ইতিহাসের অন্য একটি দিক হলো অনার্য সংস্কৃতির মানুষের কাহিনী। গারো পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় ও সমতলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এই ভূখণ্ডে লালিত পালিত। ●পাহাড়ি আদিবাসীরা সমতলের মানুষকে বাঙাল বলে ডাকে।, বাঙাল মানে বাঙালি একই দেশে থাকলেও তাদের আমরা আপন করে নিতে পারি নি, তাই ওরাও আমাদের পর পর ভাবে। সবুজ মাঠে ওরা ফসল ফলায় কিন্তু ফসলের প্রাচুর্যের মধ্যেও তাদের অভাব মেটে না। তাদের ঘরে ঘরে শিশুদের ক্ষুধা- তৃষ্ণার আর্তস্বর থামে না। এই বাংলাদেশেরই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের ব্যথা-বেদনায় একাত্ম হতে পারে না, তাই পাহাড়ি মানুষরা আমাদের পর পর ভাবে। ●ভারত মাতার মিলনের সুর তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারিনি আমরা - এটা আমাদের সমগ্র বাঙালি জাতি তথা ভারতবাসীর লজ্জা- গল্পকথক এখানে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।		
	15.	'হাতিবেগার আইন' আর চলল না কেন? ● গারো পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী প্রজাদের ওপর জমিদার শ্রেণীর নানান অত্যাচারে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ। ●জমিদারের হাতি ধরার অদ্ভুত শখ মেটানোর জন্য প্রজাদের সাপের মুখে বা বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হতো। একদিকে জমির ফসল কেড়ে নেওয়া আর অন্যদিকে হাতিবেগার নামে এই ভয়ানক আইন প্রজারা বেশিদিন সহ্য করতে না পারায় গোরাচাঁদ মাস্টারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। আর তাই হাতি বেগার আইনটি আর চলল না। **OR** "পরদিন সকালে একেবারে অন্যরকম মনে হয়		**2**

		বরাকরকে”– কোন্ প্রসঙ্গে গল্পকথকের এই উক্তি? ● গল্পকথক আসানসোল থেকে বরাকরে পৌঁছেছিলেন সন্ধেবেলায়। সেখানে তিনি রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ করেছিলেন বাঙালিয়ানার কোন চিহ্ন নেই। ● তিনি অনুভব করেছিলেন, বাংলার আর কোথাও এমন অপরূপ রাত্রি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাঠের পর মাঠ জুড়ে আলোয় আলোময় রাত্রি। কিন্তু পরদিন সকালে বরাকরকে তিনি দেখেছিলেন অন্য রূপে। পরদিন সকালের বরাকর শহরের বর্ণনা দিতে গিয়েই এই উক্তি।		
D(Creative Writing)	**16.**	**প্রতিবেদন** পড়ে প্রশ্নোত্তর উত্তর সংকেত: **CBQ** a. শিরোনাম– প্রতিবেদনের মূল বিষয়টি কয়েকটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ করতে পারলে 1 নম্বর দেওয়া হবে। (সংকেত: অ্যালজাইমার্স মুক্ত বিশ্ব / অ্যালজাইমার্স প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি) b.● শিক্ষার অভাব ● শারীরিক পরিশ্রমের অভাবের c.● অ্যালজাইমার্স রোগের বিভিন্ন কারণ, ঝুঁকি বা প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা থেকে জানা যায় ডিমেনশিয়ার বিভিন্ন কারণের একটি অ্যালজাইমার্স। ● ডিমেনশিয়ার সংখ্যাটা কমাতে হলে প্রাথমিক পর্বের রোগ নির্ণয় এবং প্রতিরোধ জরুরী । ● রোগ প্রতিরোধে ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভ্যাসকে মান্যতা দিচ্ছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও। তাতে ফল, আনাজ, গোটা খাদ্যশস্য, যথাযথ ফ্যাট, সামুদ্রিক খাবার বেশি এবং দুগ্ধজাত খাবার, রেডমিট কম খেতে বলা হচ্ছে।		**1+2+3=6**

	CBQ 17.	**বিজ্ঞাপন** তৈরি করা– উত্তর সংকেত: ● বিষয়ানুগ শিরোনাম এবং বক্স নির্মাণ(আবশ্যিক) ● মূল বক্তব্য বিষয় ও উপস্থাপনা: **বিজ্ঞাপন** ●**শিরোনাম** (2) **বক্স নির্মাণ** (1) ●**৫০টি শব্দের মধ্যে বাক্য / বাক্যাংশের দ্বারা প্রধান বিষয়ে আলোকপাত। (3)** ●বিষয় অনুযায়ী ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর প্রয়োজনে চিত্রের ব্যবহার (আবশ্যিক নয়)		3+3=6